প্রথম আলো

তারিখ 12 FEB 2014
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৮

প্রথম আলো
...র, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৪
...orial@prothom-alo.info

এস এম হলের ঘটনা

ছাত্রলীগই কি হল প্রশাসনের দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছে?

সরকারদলীয় ছাত্রসংগঠনটি এস এম হল ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব যে নিজেদের হাতে নিয়ে নিয়েছে, সে ব্যাপারে সংশয় নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন ভর্তি হওয়া ৯৭ জন শিক্ষার্থী এস এম হলে গিয়েছিলেন সেখানে থেকে পড়াশোনা করবেন, এই আশায়। সিট খালি না থাকায় তাঁরা বারান্দায় আশ্রয় নিয়েছেন। এই খবর পেয়ে হল ছাত্রলীগ কমিটির সাধারণ সম্পাদক দিদার মোহাম্মদ সোমবার রাতে তাঁদের কাছে জানতে চান যে তাঁরা ছাত্রলীগ করেন কি না। যদি ছাত্রলীগ করেন, তাহলে হলে থাকতে পারবেন, না করলে থাকার প্রশ্নই আসে না। কেবল ছাত্রলীগ করলেই হবে না, ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে এ ব্যাপারে নিজ নিজ এলাকার আওয়ামী লীগের নেতাদের কাছ থেকে প্রত্যয়নপত্র নিয়ে আসতে হবে। ঢাকায় বাড়িঘর নেই জানিয়ে কয়েকজন ছাত্র সেই রাতটির জন্য হলে থাকার অনুরোধ জানালেও তিনি রাজি হননি। ফলে ওই রাতেই ৯৭ জন ছাত্র হল ত্যাগে বাধ্য হন।

কোন ছাত্র হলে থাকবেন কি থাকবেন না, সেটা দেখার দায়িত্ব হল ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ তথা প্রাধ্যক্ষ ও হাউস টিউটরদের। তাঁদের কাজটি কীভাবে ছাত্রলীগের ওই নেতা করতে পারলেন? হলে, ভারপ্রাপ্ত প্রাধ্যক্ষ ঘটনা সম্পর্কে অবহিত নন বলে যে সাফাই গাওয়ার চেষ্টা করেছেন, তা গ্রহণযোগ্য নয়। এই মুহূর্তে তাঁর দায়িত্ব হলো ওই ছাত্রনেতার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া। সেটি যদি নিতে না পারেন, তাহলে প্রাধ্যক্ষের পদ থেকে সরে দাঁড়ানোই আশু কর্তব্য বলে মনে করি।

সরকারদলীয় ছাত্রসংগঠনের নেতাদের হাতে সাধারণ ছাত্রদের হয়রানি-নির্যাতনের ঘটনা এটাই নতুন নয়। কয়েক বছর আগে ফজলুল হক হলে ছাত্রলীগ করেন না বলে কয়েকজন ছাত্রকে মধ্যরাতে হল থেকে বের করে দিয়েছিলেন সেই হল কমিটির নেতারা।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এত ছাত্রের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিতে পারছে না বলে তাঁদের দেখাশোনা করতে হচ্ছে বলে ছাত্রলীগের নেতা যে মন্তব্য করেছেন, সেটি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রতি অনাস্থা প্রকাশের শামিল। কর্তৃপক্ষ তাঁর বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেয়, সেটাই দেখার বিষয়।